ঝাড়গ্রামে শবর মৃত্যু

পিয়ালী দে বিশ্বাস

চিত্র ১.শবর পরিবার

পূর্ণপানি গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুরের বিনপুর ২ নং ব্লকে। কিছুদিন আগেই সে গ্রামে ৭ জন শবরের মৃত্যু গ্রামটিকে খবরের শিরোনামে এনেছিল। এ পি ডি আর-এর নৈহাটি শাখার এক তদন্তদল গ্রামটির প্রকৃত অবস্থা দেখতে গিয়েছিল ২ সপ্তাহ আগে। গ্রাম ঘুরে তাঁরা অনুভব করেছিলেন স্থানীয় মানুষের স্বাস্থ্যের অবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ওই জায়গায় একটি মেডিক্যাল টিমের যাওয়া উচিত। গত ২৭ নভেম্বর ৪ সদস্যের একটি মেডিক্যাল টিম নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পূর্ণপানিতে। সাংবাদিকসুলভ কৌতূহলের বশেই আমিও চিকিৎসক ও হেলথ ওয়ার্কারদের সঙ্গী হই। ব্যবস্থাপনায় ছিল এ পি ডি আর ঝাড়গ্রাম শাখা ও খেরিয়া শবর কল্যাণ সমিতি। মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার পরেই শবরদের জন্য সপ্তাহে মাথাপিছু ২ কেজি চাল দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। তবে এত মৃত্যু কেন? যদিও ঘটনার পর থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম, সরকারি তরফে মেডিক্যাল পরিষেবা ও অঙ্গনওয়াড়ি

মাথাপিছু ধরে এক সপ্তাহে তাঁদের পাওয়ার কথা ২২ কেজি চাল। কিন্তু তার বদলে পাচ্ছেন ১০-১২ কেজি। তাঁদের হকের আরও ১০ কেজি চাল কোথায় যাচ্ছে, উত্তরটা জানা নেই...

কর্মীদের মাধ্যমে নিয়মিত দু-বেলা খাবার দেওয়া হচ্ছে শবরদের পরিবারগুলিকে।

গিয়ে কী দেখলাম? ওই কয়েক ঘণ্টা শবরদের সঙ্গে কথা বলে মনে হল সমস্যাটা খাদ্যের, সমস্যাটা কর্মসংস্থানের।

পূর্ণপানি গ্রামের একটি পাড়ায় অল্পসংখ্যক মাহাতোদের বাস। অন্য পাড়ায় ৩৫টি শবর পরিবারের বাস। পূর্ণপানি ছাড়াও বিনপুরে করমশোল ও রাইতোড় নামে আরও দু-টি শবর গ্রাম আছে। পূর্ণপানিতে বসবাসকারী শবরদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই অশিক্ষিত। বর্তমানের ৩ প্রজন্ম অর্থাৎ এখন যাঁরা দাদু, যাঁরা বাবা ও তাঁদের সন্তানদের মধ্যে শুধু শিশুরাই পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে। গ্রামের মধ্যে কম-বেশি সবাই সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী। ১২ থেকে ১৪ বছরের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অনেকেই পড়াশোনা করে। বেশিরভাগ শিশুরাই স্কুলে যাচ্ছে। তবে এর পিছনে সরকারের দেওয়া মিড ডে মিলের বড়ো ভূমিকা আছে। ২০১৩-র পর থেকে প্রত্যেক শবরের রেশনকার্ড হয়েছে, তাতে সপ্তাহে ২ কেজি করে চাল পাওয়ার কথা। কিন্তু পাচ্ছেন কি? কথা বলে জানা গেল কোনো বাড়িতে হয়তো সব মিলিয়ে ১১ জন সদস্য। মাথাপিছু ধরে এক সপ্তাহে তাঁদের পাওয়ার কথা ২২ কেজি চাল। কিন্তু তার বদলে পাচ্ছেন ১০-১২ কেজি। তাঁদের হকের আরও ১০ কেজি চাল কোথায় যাচ্ছে, উত্তরটা জানা নেই শবর পরিবারগুলির। তা শবরেরা কাজ-কারবার না করে সারা মাস কি কেবল সরকারের

নিয়ম অনুযায়ী যেখানে শ্রমিকের ন্যূনতম পারিশ্রমিক হওয়ার কথা ২৪৪ টাকা, সেখানে রোজ হিসাবে ১৩০ টাকা থেকে ১৪০ টাকা পান।

দেওয়া চালেই তাঁদের পেট ভরাবে? সংগত প্রশ্ন। এবার দেখা যাক কর্মসংস্থানের কী অবস্থা ওই এলাকায়। আর কিছু না হোক ১০০ দিনের প্রকল্প তো চলেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ১০০ দিনের কাজের জবকার্ড যাঁদের আছে, তাঁদের পরিবার পিছু বছরে ২০-২২ দিনের বেশি কাজ কেউই পায় না। নিয়ম অনুযায়ী যেখানে শ্রমিকের ন্যূনতম পারিশ্রমিক হওয়ার কথা ২৪৪ টাকা, সেখানে রোজ হিসাবে ১৩০ টাকা থেকে ১৪০ টাকা পান। আচ্ছা, গ্রাম্য এলাকায় চাষ-আবাদ তো হয় নিশ্চয়ই, তা থেকেও তো রোজগার করা যায়? না, তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলি বিনপুর জঙ্গলের ধারে লালমাটির রুক্ষ এলাকা, চাষের জমি হাতে গোনা। এক

ফসলি ওই জমিতে শুধু আমন ধানের চাষই হয়। সেই ধান জমিতে রোয়া ও কাটাই-এর সময়েই কাজ পায় শবরেরা। সবমিলিয়ে বছরে ২০-২২ দিন চাষের কাজে ব্যস্ত থাকে শবরেরা। বাকি সময় বন থেকে জ্বালানি কাঠ বা বনজ সামগ্রী সংগ্রহ করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেই তাঁদের পেট চলে। এই পরিস্থিতিতে অনাহারে মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বলা হচ্ছে শবরেরা নাকি খাবার ফেলে মদ খায়, ওষুধ দিলেও তা ফেলে দেয়। চিকিৎসক নিয়ে পূর্ণপানিতে যাওয়ার পর গ্রামের সবাইকে বলা হল একে একে এসে তাঁদের সমস্যা চিকিৎসকদের বলতে। আমরা গ্রামে পৌঁছেছিলাম বেলা ১২টার দিকে। ওই সময় শবরেরা সাধারণত জঙ্গলে যায় কাঠ সংগ্রহ করতে। বাকি যাঁরা গ্রামে ছিলেন, তাঁদের কাছে ডাক্তারের বসবার জন্য চেয়ার ও টেবিল চাওয়া হয়েছিল, সারা গ্রাম খুঁজেও কোনো টেবিল পাওয়া যায়নি, তবে প্লাস্টিকের দুটো চেয়ার জুটেছিল। ডাক্তার দেখানোর জন্য আসা বেশিরভাগ শিশুরই কমন সমস্যা সর্দি-কাশি, তাঁদের কয়েকজনের মধ্যে অ্যাজমা বা হাঁপানির প্রবণতাও পাওয়া গেল। বেশিরভাগ শিশুই আন্ডারওয়েট। সাহিত্যে ট্রাইবাল রমণীর দেহসুষমা নিয়ে অনেক বর্ণনা পড়েছি। এক্ষেত্রে দেখলাম, সম্পূর্ণ উলটো ছবি। পূর্ণবয়স্ক হয়েও বেশিরভাগ মহিলার ওজন ৩৫ থেকে ৪০ কেজির মধ্যে। কষ্টসাধ্য জীবন, অল্প বয়সে বিয়ে, সেইসঙ্গে পরপর ৩ থেকে ৪টি সন্তানের জন্ম দিয়ে অনেকেই সময়ের আগে বুড়িয়ে গিয়েছেন। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজে থেকে এগিয়ে এসে তাঁদের মাসিকের ও সাদা

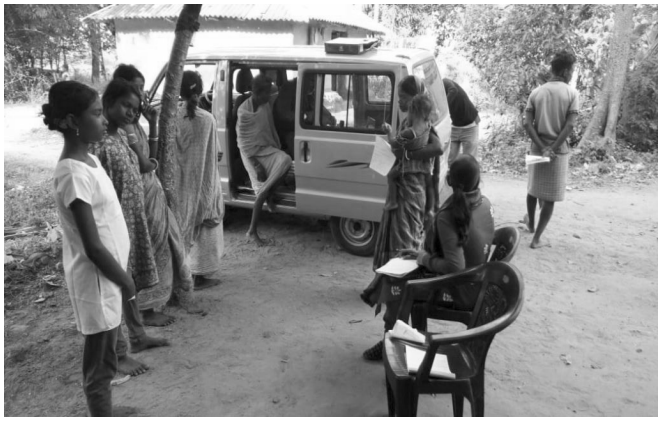

চিত্র ২. পূর্ণপানি শবর গ্রামে হেলথ ক্যাম্পের একটি দৃশ্য

স্রাবের সমস্যার কথা বললেন। ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ বুঝে নিয়ে পাড়ার অন্যদেরকেও খবর দিলেন। অথচ আমরা শহরে বসে শুনেছিলাম, এঁরা নাকি ওষুধ ফেলে দেন। আগে পূর্ণপানির বেশিরভাগ শিশুরই জন্ম হত ঘরে। তবে এখন ছবিটা বদলেছে, সন্তান প্রসবের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাচ্ছেন শবর পরিবারের হবু মায়েরা। গত ২-৩ বছর ধরে তাঁদের নিজস্ব চেষ্টায় ম্যাজিক ঘটিয়েছেন আশা কর্মীরা। মাতৃত্বের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধাজনক দিকগুলি তাঁদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন তাঁরা। এখন সন্তান বাড়িতে প্রসব হলেও তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের মধ্যেও অনেকেরই কোমরে ও হাঁটুতে সমস্যা পাওয়া গেল। সেইসঙ্গে শিশু থেকে বৃদ্ধ প্রত্যেকের মধ্যেই চর্মরোগের প্রকোপ দেখলাম। সেই তুলনায় সুগার বা প্রেশারের মতো ক্রনিক রোগ তুলনামূলকভাবে কম। তবে চিকিৎসা করাতে আসা অনেকের গা থেকে দেশি মদের গন্ধ পেয়েছি। কলকাতা থেকে আসার আগে শুনেছিলাম শবরদের মৃত্যুর পর গ্রামে নাকি সরকারি উদ্যোগে হেলথ ক্যাম্প করা হচ্ছে, যদিও আমরা গিয়ে তার চিহ্ন পেলাম না। শবরদের মুখেই শুনলাম, স্বাস্থ্য পরিষেবা বলতে একটি এনজিও 'মান্ট'-এর পক্ষ থেকে মোবাইল মেডিক্যাল টিম নিয়ে সপ্তাহে একদিন দু-ঘণ্টা ক্যাম্প চালানো হয়। আর কয়েক কিলোমিটার দূরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রই প্রধান ভরসা শবরদের। আরও বড়ো কিছু হলে তাঁদের যেতে হয় ঝাড়গ্রামের সরকারি হাসপাতালে।

তবে উন্নয়ন কি কিছুই হয়নি? সরকার পরিবর্তনের পর গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হয়েছিল পূর্ণপানি গ্রামে। মানুষদের সুবিধার জন্য গ্রামের মাঝখানে একটি কুয়ো খোঁড়া হয়েছে। আগে মাটির এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা ছিল, এখন সেখানে পিচ ঢালা রাস্তায় শহুরে গাড়ি চলছে।

খেড়িয়া শবর সমিতির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সরকারি তরফে চেষ্টা করা হয়েছিল অন্য গ্রামের মতন পূর্ণপানিতেও স্বনির্ভর প্রকল্প গড়ে তোলার। কিন্তু অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে নিজেদের জীবনযাত্রা। স্বনির্ভর প্রকল্প বা অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের সাহায্য নিতে গেলে দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাঙ্কে যেতে হয়। ব্যাঙ্কগুলি শবরদের গ্রামের থেকে কমবেশি ১০-১২ কিলোমিটার দূরে। ওই সময়ে তাঁরা হয়তো জঙ্গলে যায় কাঠ সংগ্রহের জন্য। যা তাঁদের অন্যতম জীবিকা। ফলে সময়মতো ব্যাঙ্কে যাওয়া বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে আগ্রহী হন না এঁরা। তবে খেড়িয়া শবর সমিতির পক্ষ থেকে পড়াশোনা জানা ছোটোদেরকে এইসব বিষয়ে আগ্রহী করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এরমধ্যেও আশার আলো আছে। পূর্ণপানির পাশের গ্রাম করমশোলে পড়াশোনা শিখে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর কাজ পেয়েছেন পুষ্পা শবর। তাঁকে দেখেই অনেকেই আশায় বুক বেঁধেছেন, হয়তো একদিন পূর্ণপানির এই অবহেলার ইতিহাস মুছে দিয়ে নতুন ইতিহাস লিখবে পূর্ণপানির শবর সন্তানেরা। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

প্রথম প্রকাশ http://www.thepeopletv.com/state/jhargram-shabar-death-a-inner-report-of-ngo/.

লেখক একটি বাংলা দৈনিক খবরের কাগজের সাংবাদিক।